মানবাধিকার দিবস উপলক্ষ্যে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের বাণী –

১০ ডিসেম্বর ২০০৫

সকল প্রকার নির্যাতন, নিষ্ঠুরতা, অমানবিক বা মর্যাদাহানিকর আচরণ অথবা শাস্তি প্রদান নিষিদ্ধ করে সাতান্ন বছর পুর্বে সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা গৃহীত হলেও এখনও বহুমানুষ নির্যাতিত হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে বিশেষ একধরনের অস্বস্তিকর প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। রাষ্ট্রসমুহ তাদের নিজস্ব জাতীয় নিরাপত্তার ধারণার ভিত্তিতে নির্যাতন বিষয়ক বিধিমালার পরিবর্তন চাচ্ছে।

আমাদের স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে : নির্যাতন কখনই সন্ত্রাস দমনের হাতিয়ার হতে পারে না বরং নির্যাতনই সন্ত্রাসের হাতিয়ার।

আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে নির্যাতন সম্পর্কিত বিধিমালা সুদৃঢ়রুপে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এটি সুস্পষ্ট ও পরিপূর্ণ। এর বিধিমালা সকল রাষ্ট্রের এখতিয়াভুক্ত বা কার্যকর নিয়ন্ত্রণের আওতায় অবস্থিত সমস্ত ভুখন্ডের ওপর বাধ্যতামুলক। এটি যুদ্ধ অথবা শান্তি সকল অবস্থাতেই প্রয়োগযোগ্য। নির্যাতনকে অন্য নামে আখ্যায়িত করলেই এটি অনুমোদনযোগ্য হয়ে যাবে না। একে আমরা যে নামেই ডাকি না কেন নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণ সর্বাবস্থায়ই অগ্রহণযোগ্য ও অন্যায়।

রাষ্ট্রসমুহকে অবশ্যই এ আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে এবং বিশেষভাবে নির্যাতনকারীদের ক্ষমা প্রদর্শন বন্ধ করতে হবে । যারা কোন ধরনের নির্যাতন অথবা অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক কিংবা মর্যাদাহানিকর আচরণের নির্দেশ প্রদান করে এবং যারা এ নির্দেশ পালন করে তাদের অবশ্যই শাস্তি হওয়া প্রয়োজন। কোন দেশের কোন তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে নির্যাতনকে সমর্থন প্রদান দেয়া উচিত নয়। এর অর্থ হল নির্যাতনের আশঙ্কা থাকলে কোন ব্যক্তিকে অন্যরাষ্ট্রের নিকট হস্তান্তর করা যাবে না।

সকল ধরনের নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অবশ্যই সমস্বরে ও সুদৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাতে হবে। যেসকল রাষ্ট্র নির্যাতন ও অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক ও মর্যাদাহানিকর আচরণ ও শাস্তিপ্রদান সম্পর্কিত চুক্তি এবং নির্যাতন সম্পর্কিত চুক্তির ঐচ্ছিক প্রটোকল অনুমোদন করেনি আমি আজ তা করার জন্য সকল রাষ্ট্রের প্রতি আহবান জানাচ্ছি। এবং জাতিসংঘ নির্যাতন বিষয়ক বিশেষ প্রতিনিধিকে তাদের অধীন বন্দীদের তাদের নিকট আটক বন্দীদের সাথে স্বাধীনভাবে সাক্ষাতের অনুমতি প্রদানের আহবান জানাচ্ছি।

একাকী থাকার ফলে তাদের নিকট নির্যাতিত হওয়ার ঝুঁকি বেশি তাই বিনাবাধায় তাদের সাক্ষাতের অনুমতি লাভের মাধ্যমে এসকল ব্যক্তিদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা যায়। নির্যাতন থেকে রক্ষা পাওয়া, নির্যাতনের শিকার ও নির্যাতিত সকল বন্দীদের সোচ্চার হতে ও তাদের ক্ষতিপুরণে আমাদের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

আজ মানবতা কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। আমরা সন্ত্রাসের আসন্ন অব্যাহতি ও বাস্তব হুমকির মুখে রয়েছে। তথাপি সন্ত্রাসীদের ভয়ে আমরা তাদের পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারি না। একইভাবে নিষ্ঠুর ও অমানবিক শাস্তির ব্যবস্থা করেও আমরা সন্তুষ্ট থাকতে পারি না। কেননা এর ফলে আমাদের সমাজের বন্দী, রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাহীন ও অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত বহু অসহায় মানুষ অপরিমেয় ক্ষতির শিকার হচ্ছে। বরং সর্বত্র মানবতার মৌলিক মুল্যবোধগুলো প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই এ শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

আজ মানবাধিকার দিবসে আসুন আমরা সার্বজনীন মানবাধিকারের প্রতি আমাদের অঙ্গীকার পুর্নব্যক্ত করি এবং পৃথিবীর বুক থেকে নির্যাতনের চিহ্ন মুছে ফেলতে আমাদের জীবন উৎসর্গ করি।

** ** **